কানাই এখন জোয়ান হয়েছে

বীরেন শাসমল

যৌবন যায়, যৌবনের বেদনায় যায়

যোবাকেরা হেলানো বিকেল। যোবতীরা শীতের জলা। নিজের জলে নিজের ছায়া দেখে। দেখে আর পচে। ভরা কোটালে ভাঁটির গান শোনে। বাইশে চুয়াল্লিশের ছায়া নামে তাদের গায়ে। চোখের কোল শুক্‌নো ঝিনুক। গতর য্যান মাঘী গাছের বাকল। দিষ্টি বোশেখী ডোবা। এম্‌নি এখেনো যোবন গো ! অসময়ে বাসী হোল বয়েস। আন্‌বেলায় কুঁড়িঝরলো। মুকুলে ঠোক্‌রালো পোকা। কে যেন সন্ধের অথর্ব অন্ধকার নাড়িয়ে দিয়ে গাইলো, আমার সোনারঅঙ্গ কালি হোল গো ! তা কালি হবে নে? জং ধরবে নে ? য্যামন ব্যাভার হলে কলঙ্ক লাগে। কিন্তু কে ব্যাভার করেগো ?

বুড়ো বৈরেগী বলতো, কাল। মহাকাল। উর ঘন্টা বাজবে নে?

এর মধ্যে আঠারো বছরের বউড়িটি দুটো আঁতুড় পার হয়েছে। এখন বিনি রত্তে কাঠি কাঠি -- আটতিরিশ। তার আঁচল খসে। আঁচলের ভেতর শরীর গাছা খসে যায়। চোখ দুটি ছাড়ানো গুগ্‌লি হয়। সে চোখে কবে টুকরো হাসির মুকুল জেগেছিল। কবে পাখির বাসার মত চোখ তুলে সে আকাশ দেখেছিল, কবে তার তেরো বছরের শরীরে গা - কেমন করা বাস উঠেছিল। কবে ভালোবাসার মরদটা মেঘ হয়েছিল। সে পড়েছিল আ-চষা বীজতলার মত.. সেসব তার মনে থাকে না। এমনধারা মনে - না - থাকা বয়েস কালে আমাদের কানাইলাল ষোলয় পা দিল। তারপরঘাড় ঘুরিয়ে দুনিয়া দেখলো।

মালতি আরতি এবং মল্লিকারা

দেখলো এঘরে ওঘরে বিস্তর মালতী আরতি মল্লিকা। তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দ-র দিকে দৌড়চ্ছে।

ঠিক এসময়ে প্রকৃতি কৃপণ নয়। তারা দৌড়ায় আর হুটহাট করে বেড়ে যায়। মাথায় এলোচুলের বদলে চক্করের মতন খোঁপা। ফ্রক উঠে গিয়ে ডুরে শাড়ি কটকী বা তাঁত। হাসিত য্যান ভরা আষাঢ়ের ঢল। চাউনিতে ফঙফঙ বিজলী। তারা সবাই রহস্য - য্যান পদ্মদীঘির চোখবুজে থাকা জল। চাইলে নেশায় ধরে। না চাইলে উচাটন হয় মন। তা নেশা না করেও আমাদের কানাই নেশাখোর হয়।

তবে ব্যাটাছেলের যা যা থাকার, তার আছে। পিরথিবীর সেরা ধন। ধন থাকলে ধনের গরব থাকে। চিকন চাকর কথা থাকে। কথার ভিতর কথার প্যাঁচ থাকে।

আমাদের কানাইলালের ভেতর জুড়ে নানান চাল। চালচিত্তির। গলার স্বর হয়েছে ভাঙাভাঙা, মদ্দমার্কা। হাত পায়ের আড় বেড়েছে। পেশী ফুলেছে। এই কিছুদিন আগেও তার নিজেকে নিয়ে সমস্যা ছিল। না মোচ ওঠে না হাতে পায়ে মাংস লাগে। যে বাবকদের দলে না, শিশুর দলে না। গোঁফে লুকিয়ে বেলেড ঠেকালেও গোঁফ জাগে না। বাপের কাছে আচম্‌কা লজ্জাভাব। মার কাছে লুকনো লুকনো খেলা। আরতি মালতীরা অচেনা হয়। এখন দশাসই জোয়ান। যাকে বলে দামড়া। দামড়া ইতিউতি দৌড় দেয়। যে াল বছরে দেড়মণি বস্তা তুলে, মাঠ থেকে ছ-সাত গণ্ডা খড়ের আঁটি বয়ে এনে, বড়োবড়ো কাঠের গুঁড়ি এক হুম্‌কোয় তুলে দিয়ে সে বুঝিয়ে দেয় সে ভরা জোয়ান।

সে বর্ষারাতে জেগে জেগে ঝিঁঝির ডাক শোনে। এপাশ ওপাশ ওল্‌টায়। তিন পো চালের ভাত খায়। মাঝরাতে তার বুকের জলে ঢের মাছ। কুবকাব লাফ মারে মাছ। তার তেষ্টা পায়। মেঘ ডাকলে শরীরে গুড়গুড় করে। ছনাৎ করে কিছু একটা খেলে যায় মনে। ফাগুনে তার টেরির বাঁক বদলায়।

এখন চোখের ওপর দুল। নাকছাবি। হাল ফ্যাশনের শিফন। ভিডিও-র নায়িকা পেট দেখায়। শালওয়ার কামিজের শরীর বড়ো আঁটো। কানায়ের মন ছমছম করে।

সেয়ানে সেয়ানে

ঠিক দুফুরে, ভাঙা কাঁসির আওয়াজ। কানাই আমাদের জমিতে চাষ দিচ্ছে। জমির পাশ দিয়ে ছাতা মাথায়হাটে যাচ্ছিল ভিন্‌গাঁয়ের

এক বুড়ো। কানায়ের হাল ধরা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সে তারিফ না করে পারে না। এইতো চাই ! জোয়ানের মুতন জোয়ান। এই যে আমায় দেখচো, এখনো হাতে পায়ে বাত বেদনা আধিব্যাধিতে ছুঁতে পারলোনি।
বুড়ো দ্যাখে কানাই কেমন শক্ত মাটির ডাঁট ভেঙে দিচ্ছে। বদল দুটোকে চনমনে করে, মাটিতে ফলা ঢুকিয়ে এগোচ্ছে। এর একটা ছন্দ আছে। মজা আছে। বড় বড় ঢিল উঠলে তুলে ধরছে লাঙল, পাক ঘুরে গুঁড়ো করে যাচ্ছে ঢেলা। পায়ের পাতার কাজ আছে। তা আমি যে বাপ চিনে ফেলেছি। তোমার মুতন একজনকে খুঁজছি যে! বুড়োর চোখে চিল্‌তে হাসির রেখা। মাটি শায়েস্ত করা আর ডাঁটাল মেয়েছেলে বাগ মানানো যে এক কথা ! চাদ্দিকে হাহতচ্ছি। তাকতের নামমাত্র নেই। তা তুমি পারবে বাপ !
আলের কাছে চলে আসে বুড়ো। কথা বলবার ছুতো খোঁজে। পকেট থেকে বিড়ি বার করে বলে, বেণী আছে নাকিরে বাপ?
আলের কাছে চলে আসে বুড়ো। কথা বলবার ছুতো খোঁজে। পকেট থেকে বিড়ি বার করে বলে, বেণী আছে নাকিরে বাপ?
হাঁ হাঁ লও।
কোথা রাখচু ? বুঢ়া মানুষ, দেখতে পাইনি। দেখতে ঠিকই পেয়েছে বুড়ো। আসলে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে। জরীপ করার ইচ্ছে। কানাই বিরক্ত। লাঙল থামিয়ে বিড়ি এগিয়ে দেয়। বিড়ি ধরাতে গিয়ে বুড়ো আড় চোখে কানাইকে দেখে। মনে মনে বলে, কুন কিছু চিন্‌তে হলে পরখ করা চাই। দেখে লাও। বাজিয়ে এপিঠ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তা ছোক্‌রার কব্জীর হাড় বেশ শক্ত। লাঙল মুঠিতে ধরবে আঁটো করে। লাঙল যে আঁটো করে ধরতে পারবে সে সংসারকেও ধরবে কষে। বাঃ বাঃ ! ঘাড়ের দু-পাশ য্যান তেজী ঘোড়া । মানে ভালো ভার বইতে পারবে।
সে কাদা হয়ে জিগ্‌গেস করে, তুই কার পো রে বাপ ?
হারাধন দাসের।
হারাধনের পো ! বাঃ ! কত্ত বড়ো জুয়ান হইচু রে বাপ। সেই ল্যাংটা দেখছি তোকে নাকে সিক্‌নি গল্‌তো। কোমর থেকো প্যান্ট আল্‌গা হই যেতো।
কানাই লজ্জা পায় একটু।
কিন্তু মুহূর্তেই নিজের দাম বুঝে ফেলে। ঘোর সচেতন সে। এদানীং এ অঞ্চলের কন্যাদায়গ্রস্থ বাপেদের কাছে তার পেস্টিজ বেড়ে গেছে। মানুষজনের চোখ বুজে ঘুরে গেছে তার দিকে। এবং একারণেই তাকে সেয়ানা হতে হয়েছে। তাদের সামনে দিয়ে সে হুরহুর করে ছিট্‌কে যায়। ডাকলে খুব একটা সাড়া দেয় না। পান খেতে দিলে না বলে দেয়। সরবতে মুখ ব্যাঁকায়। তামাক টানার আসরে যেতে রাজী হয় না। বুড়োদের দেখলে সরে যায়।
তোর বাপ্‌কে একবার আমার সাথে দেখা করতে কস তো বাপ ?
আচ্ছা, আচ্ছা। কানাই মিচকী হাসে।
হাসে আর তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দেয়। বাপ্‌ যাবে কেন ? তুমি আসবে! হ্যাঁ। মনে মনে বলে। আর গ দুটোকে মার দেয়। হ্যাট, হ্যাট। গান ধরে, এ আমার গুদক্ষিণা - আঁ - আঁ- আঁ-
গান গাইতে গাইতে যে চোরা ভ্রমণে যায়। ভ্রমণ তার নিজের ভেতরে। সে এক রূপো ছড়ানো ভুঁই। টাকা ফলে সে ভুঁয়ে। কানাই বলে পিয়া। পিয়ার সামনে সে নিজের এ্যাডভাটাজ করে। আমি বাড়ছি গো ! লাও, তোমাদের কে কত দেবেনি, বলে ফ্যাল, আমায় কে কিন্‌বি কে কিন্‌বি রে ! সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে টাকায় নাচন দেখে সে। ঝুমুর নোটের ছররা। নোটের হরির লুট। ঘুমের কানাই নোট কুড়ায়। জেগে থাকলে পা টিপে টিপে নোট ধরতে যায়। শিকারী বেড়ালের মত আস্তে আস্তে গা ছড়ায়।

আরতি কানাই এবং বকুলফুল
আরতি।
শিবঠাকুরের আপন দেশে সে মেয়ে নিজেকে আরতিতে দেবার জন্য তৈরি হয়। তার বয়েস পনেরো। ক-দিন আগের এলো খোঁপা ঝাঁপড় চুল এখন বন্ধন হয়েছে। নারকোল তেলের বদলে কেয়ো কার্পিন বাস দেয় ভুরভুর। ফিতের রঙ্‌ বাহারী। চোখের ছাঁদে কাজলটানা। দু-ভুর মাঝে কাচপোকা টিপ।
পঞ্চদশীর বুকের তলায় বেলফুল। চোখের তারায় শিবঠাকুর। আরতিকে পূজায় পায়। দেখে এক জোয়ান। লম্বা পা ফেলে হেঁটে যায়। বাবরি চুলে ঢেউ নাচে। গোঁফের তলায় গান নাচ। হাঁটার তালে যোবক যোবক হাওয়া বয়।
কানাই দেখে আরতিকে।
আরতি দেখে কানাইকে।
দুজনায় পোড়ে হু হু। কিন্তু কেউ কাউকে বুঝতে দেয় না। ধরতে দেয় না।
আরতি মজে। শরীর থালে নৈবেদ্য রাখা বিবশ ঘুমায়। ঘোরের নেশায় জেগে ওঠে। নেশায় জ্বালা আছে। জ্বালায় ভাবনা আছে।

বসে থাকে সে বাড়ির লাগোয়া পুকুরের গায়ে। জলের শব্দ শোনে। থির জলে হাল্কা হাওয়ার চাপড় দেখে। কলমীলতার দুলুনি দেখে। কলমী ফুলে প্রজাপতির ডানার রঙ দেখে। পুঁটি মাছের চিৎ সাঁতার দেখে। জলের শরীরে রোদ ঝলকে্ উঠলে সে তার দেব্ত ার ছায়া দেখে। এদিকে কানায়ের সামনে নোট। নোট আরতির মুখ। দুয়ে মিলে রে রে যুদ্ধ। কিন্তু নোট আর আরতি দুটো একসঙ্গে হয় না।
তবু কানাইকে আরতিতে পায়।
মাঝে মাঝে দুনিয়া হয়ে যায় আরতির মুখ। আকাশ ওর ডুরে শাড়ি। কোনদিন সে উঠোনের ফুলে ভরা বকুল গাছ চোখ তুলে দেখেনি। আজ দেখে ফ্যালে। বকুল গাছের সাথে তার চোখাচোখি হয় যেন। শান্ত আরতি তার রূপ খুলেছে। সে রূপে আগুন নেই। আছে সবজে আলোর রোশ্নী। ঝিকমিক করে সাদা আঁচলে আলো পিছলে যাচ্ছে। কানায়ের ধরতে ইচ্ছে করে। ভোরবেলা অক ারণে চটি ফটাস হেঁটে যায় কানাই। পুকুর ঘাটের কাছে এসে টেরি চুল ঠিক করে। জলে ঢিল ছোঁড়ে। গান গায় -- ওয়ে -- ওয়ে --- এখন নিজের হাতে নিজের ধুতি কেচে ফর্সা করে। রবিন বলু দেয়। চুলের ছাঁট আধুনিক করার জন্য নাপিতকে ইসপিশাল অডার দেয়। অনর্গল ভিডিও নায়কের নাম মুখস্থ বলে। আর আরতির সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। যায় আর আসে।
এমনিভাবে দেখা না দেখার মধ্যে দিয়ে একটা শীতকাল পার হয়ে যায়। আসে দ্বিতীয় শীত।

ছুটন্ত বাছুর ও ব্যাপারিরা
মাঘ মাসে প্রজাপতি ওড়ে। টি টি করে কী সব কীট পতঙ্গ ডাকে। খর হাওয়ায় হা হা করে ঢুকে পড়ে তৃষ্ণা। প্রজাপতি উড়লেই রঙ। ডানা রঙে, কিন্তু শুধু রঙীনে হয় না কিছু। ঝনঝন করে বাজবে টাকার থলি। তবেই প্রজাপতি বসবে এসে ঘরে।
এই প্রজাপতি ওড়ার মাঝে ঘটক এসে পড়ে হৈ হৈ করে। কখনো ছেলেমেয়ের বাপ ভাই আত্মীয় স্বজন।
সেদিনের রোদজ্বলা মাঠে দেখা ইস্তক সেই বুড়ো কানায়ের পেছন ছাড়েনি। তবে সে হিসেবী লোক। দুম্ করে কিছু করবে না। রয়ে সয়ে । ভেবে চিন্তে। বাজার এখন গরম। খেটে খাওয়া তিরিশ হাজার। ইস্কুল মাস্টার এক লাখ। শহরে চাক্রে দুই। শ্যালোআলো প াওয়ারতটিলার আলো ষাট থেকে সত্তর। একটা যদি বয়েসের ডাল থেকে ফুটলো তো ছোঁ মারতে ছুটলো লোকে। অতএব বেশি লোভে মরণ অনিবার্য। অনেক মেয়ে দেখতে দেখতে থকে যাওয়া ছেলেকে একেক সময় কমদামে পাওয়া যায়। বুড়ো রঘু সাই কান ায়ের থকে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু কানায়েরর দাম হিসেবের বাইরে চলে যাচ্ছে। বোন নেই। ধানী জমি বিঘে পাঁচেক। স্যালে া মেশিন। পাওয়ার ট্লার ভাড়া খাটায়। একলা ছেলে। সুতরাং...
রঘু সাই আর অপেক্ষা করলো না। নিজেই এসে পড়লো।
কানায়ের বাড়িতে ঢুকেই রঘু সাউ হাঁক দেয়, আরে হারাধন ভাই -- দেখ দেখ কে কার দোরে আসে, তুমি নাই গেলে কী হবে, আম াকে তো আসতেই হবে। রঘু সাউ সারা শরীর দিয়ে হাসে। তারপর, সব ভালো তো---?
কানায়ের বাপ কাঁচুমাচু। অমায়িক হেসে বলে, আপনার আশীর্বাদে।
আরে ভাই সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তুমি আমি কে ? হারিয়ার ধন হরিয়া নিল মনে রইলো ধাঁধা।
রঘু সাউ আচমকা উঠে দাঁড়ায়। তার কাজ সরেজমিন তদন্ত করা। বাড়িঘরদোর জরীপ করা।
সে পানের পিক ফেলে। ছ্যাংড়া হাসি হেসে গুড়গুড় করে বাস্তু ভিটের চারপাশ ঘোরে। সব্জী দেখে। পানের বোরজে চোখ রাখে। কুমড়ো গাছ লঙ্কা গাছ কাঁঠালগাছ দেখে তৃপ্ত মনে বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে পুকুরের পাশে এসে দাঁড়ায়।
এটা কি তুমার একলার নাকি, হারাভাই ?
আমার এক্লার গতরে অতসব হয়নি। ছেলেই সব।
বেশ ভালো মাছ করছো, জল দেখি তো মনে হয়।
কানায়ের বাপ হাসে। এক কিলো দেড়কিলো ই কাত্লা --- হইচে তো অনেক।
বেশ, বেশ। ছেলে তুমার তো চৌকষ।
কানায়ের বাপ গর্বে হাসে।
রঘু সাউ দাওয়ায় বসে হারাধনের বোয়ের ঘোমটার দিকে তাকিয়ে একটু রসিকতা করে। পান দোক্তা খেয়ে উঠে পড়ে।
আবার আসবো, আজ চলি।
অর্থাৎ বুঝিয়ে দিয়ে যায় তাকে আবার আসতে হবে। তবে কথাটা সে নিজের মুখে পাড়বে না। অন্য কেউ আসবে সে কাজে।
পথে বেরিয়েই রঘু সাউ কানাইকে ঘরমুখো হতে দেখে। কিন্তু কানাই খুব ধুরন্ধর। সাঁট করে কেটে যায় অন্য বাঁকে। রঘু সাউ বিজ্ঞের হাসি হাসে। মনে মনে বলে, যাক। ছুটুক খানিক। ছোটাই তো যোবকের ধর্ম। আরে এ হচ্ছে সেই বাছুর যে দেখানো মাত্র দৌড়ে মাঠ পার হবে কিন্তু ঘাস দেখিয়ে তু তু করে ডাকলে আবার কাছে আসবে।

রঘু সাউ চলে যায়।
কানাই খেজুরতলীর মোড়ে আসতেই হরি ঘটক পথ আগলে দাড়াঁয়। তবে তার সাইত খারাপ। একটা সে পাকা করতে পারেনি। কে ানটা কিছু হোল না। খালি হাতে ফেরত যাওয়া তার মত মহাজনের ডিসক্রেডিট। শব্দটা সে হালফিল রপ্ত করে নিয়েছে মাস্টারদের সাথে ওঠবোস করে। যাই হোক কানাই তার অনেকদিনের শিকার। ঝাড়াপোঁছা ছেলে। বাপের একা ছেলে। দাম আছে। লাগিয়ে দিতে পারলেই এদিক ওদিক দু-দিক। কিন্তু বহুৎ ঘড়েল। দেখাই যাক।
আরে ববাবা ! তুমার তো দেখা পাওয়াই দায়। এখন তো তুমি বড়লোক।
কানাই অর্ধেকটা রেখে হাসে।
হরি তার হাত ধরে। ফিসফিস করে বলে, রঘু সাউকে দেখলে, তুমার দোরে ?
কানাই ঠোঁট ভেদ্ড়ে বলে, আমি জান্বা কী করি ?
দ্যাখ। আমার কাছে চাল মারি পারবনি। সব খবর আমার কানে আইসে। একটা কথা কই তুমাকে। সে শালা চছম্খোর গু ছোঁচা রঘু সাউ-এর পাট্টিতে পড়বনি। মেয়েছেলে তো রূপে মা কালী গুণে মা শনি। ধানসিজান হাঁড়িড়ির তলাটা অনেক ফর্সা। খবরদার, খবরদার ! মেয়েছেলে গাদা গাদা আছে। যেরকম লিব কইব, সেরকম বাছিকি আন্ দিবা।
কানাই এবার মাড়ি মেলে দিয়ে হাসে।
দেখি---
না, না দেখি না। আমাকে একটু খবর দিলেই সোনায় সোহাগা কর দিবা। একেবারে হরগৌরী মিলন।
কানাই বলে, ঠিক আছে। তুমার সঙ্গে হাটে তো দেখা হবেই।
হরি ঘটককে এড়িয়ে কানাই বাড়ি ঢোকে।
কিন্তু আবার যে কার গলা ? কথা হচ্ছে তাকে নিয়েই ?
সে গম্ভীর হয়ে দাওয়ার কাছে আসে।
আস, বাবা -- আস। এক বুড়ো মতন লোক। কানায়ের গা রি রি করে। কতদিনের বাবা রে আমার !
কানায়ের বাবা বলে, পা ধুই আইসি বোস। ইঙ্গিতে প্রণাম করতেও বলে। মেজাজ চড়ে যায় কানায়ের। সে ইচ্ছে করে দেরী করে। দঁাত টাত মাজে সময়ে নিয়ে। মা গজর গজর করে, যা - গড় কর। ভদ্রলোক আস্সে, সম্মান নাই ? মা তাকে ঠেলে পাঠায়।
কানাই মুখ গোঁজ করে সতরঞ্চিতে বসে অনিচ্ছার প্রণামটুকু করে। টুকটুক প্রশ্নের উত্তর দেয়। হাসে না।
ভদ্রলোক মেয়ে দেখতে যাওয়ার জন্য কানায়ের বাবাকে অনুরোধ করেন। কানায়ের বাবা ছেলের মুখের দিকে তাকায়। ছেলে কোন উত্তর দেয় না। তার ইচ্ছে আগে দেনা পাওনার কথা হোক পরে মেয়ে দেখা।
ভদ্রলোক বলেন তাঁর মেয়ে দেখ্তে শুনতে ভালো। মেয়ে পছন্দ হলে দেনা পাওনায় আটকাবে না। কানায়ের সাফ জবাব, আগে দেন া পাওনা, পরে অনেককথা। কতো টাকা নগ্দা দিতে পারবে জিগ্গেস করতে বলে কানাই ঘরের ভেতরে উঠে যায়। বিফল মনে বিদ ায় নেন ভদ্রলোক। কানাই সেই যে ঘরে ঢোকে আর বেরোয় না। কানায়ের বাবা তেরিয়া হয়ে ওঠে। আরে তুই কি চাঁড়াল নাকি রে ? নাকি লবাব ?
কানাই গর্জে ওঠে, বে আমি হবা না তুমি ?
তোর কি মতিভ্রম হইচে ? গু লগু মান্তে হয় সে জ্ঞান নাই ? তো আস্পর্ধা তো কম নয় !
বেশ করবা
কানায়ের বাপের মাথায় আগুন জ্বলে, তো পাখা উঠ্চে ---
তুমার ভীমরতি ধরচে।
কানায়ের মা বেরিয়ে আসে। আচ্ছা, তো কি লাজলজ্জা নাই ?
কানায়ের বাপ ফুঁসে ওঠে। লজ্জা শরম কি আর আছে ? বি. এ. অ্যাম. এ. পাশ করি ছেলারা এম্নি বে হয়। আরে মেয়ে পচছন্দ হলে সব পচছন্দ। এ শালারা সব আধুনিক হইছে। টাকায় ওজন করি বউ আন্বে !
কানাই বলে, তুমি কী বুঝব -- টাকার মর্ম ?
না ! তুইই শুধু বুঝু। পেটে বিদ্যা গজগজ করে। আরে এসব মেয়ার বাপের গলায় গাম্ছা দেওয়া ফন্দি। চাজ দাও, নগ্দা দাও, জমি দাও। দুদিন আগে সাইকেল ঘড়ি রেডিও। তারপরে মাইকসেট ঘড়ি সাইকেল। এখন আবার নগ্দা, জমি, মটর সাইকেল, আলমা রি, ঠাণ্ডা কল। আগে পার গহনায় চলতো। এখন সোনা ছাড়া কথা নাই। পার মুদির জ্যাগায় সোনার আংটি। মাকড়ির বদলে সোন ার দুল। খাড়ুর বদলে পরজাপতির হার। আদ্দির জামা কেউ পুছেনি, এখন টেরিকট চাই, রেশম চাই। এমনি ছাতায় মন উঠেনি, চাই কলের ছাতা। শালা তোর নিজের যোগ্যতা কী ?

কানাই তেড়ে আছে।
তুমার দিন আর নাই। এখন পাল্কী চড়ি লোকে বে হইতে যায়নি। টেক্সি।
হুঁ ! টেক্সি চড়ি বিহান ইতে যাবি ! ঘরে নাই খুদ পায়, না লোটা লিয়া হাগ্‌তে যায়।
মা বাপ্‌কে ধমক দেয়, ছেলার আমার সব আছে। লোকে অত্ত অত্ত পায় আমার কানিয়া পাইবেনি কেনি?
অ! এখন তো ভুলি যাওয়ার কথা। নগ্‌দা পঞ্চাশ টাকা পণ দিই আমি, তুমাকে ব্যা হবার সময়, মনে আচে?
সেদিনের কথা ভুলি যাও। য্যামন কাল হইচে, ত্যামন চলতে হবে।
তাই বলি মেয়েছেলের বাপের সর্বস্ব বিক্রি হই যাবে? সে খাবে কী ? তার ঘর সংসার চলবে কি করি ?
কানাই বলে, তুমার অত দেখার দরকার কী ? তুমার মতন বোক্কা লোক ক-টা আছে দুনিয়ায় ?
কানাই গায়ে জামা গলিয়ে আড্ডায় চলে যায়। বাপ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

আরতি কানাই ও নিষিদ্ধ বিকেল
পুকুর ঘাটের পাশ দিয়ে গেলে কানাই চাদ্দিকে জানান দিয়ে যায়। সে যায়।
কে যায় ?
মন্দ লোকে বলে, লবাবেব ব্যাটা গাড়োয়ান। মজে যাওয়া আরতির চোখে সে একজন জ্যান্ত মর্দ। তার মনে খবর অবিশ্যি আরতির জানা নেই। কানাই চলে গেলে আরতি যেন বাতাসকে শুনিয়ে বলে, তুমি অত দাপটে হেঁটেযাও কেন হে লবাব ? তুমার কিসের অত বড়াই হে ? যাও যদি, এদিকে একবার চাইলেও তো পার ?
কানায়ের সাথে তার অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু বলবে কী করে ? চাদ্দিকে চোখ। হাওয়ার পাতা নড়লেও যে ধরা পড়ে যেতে হয়। কীভাবে বলি ? সে তো রাধা নয়। সে নদীও তার কাছে নেই যে জল ফেলে জল আন্‌তে যাবে। ছুতো ছাতা খুঁজতে দিন যায়। দিন যায় অথচ দিন যায় না। কথার ভাপে অস্থির আরতি কথা ফোটাতে পারে না। তাহলে সে বাঁচে কী করে ?
অনেক কানাঘুষা শোনা । কানায়ের চারপাশে নাকি অনেক চোখ। রাতভিতেও ঘটক ঘুর ঘুর করে। নগ্‌দ্যা ক্যাশ নিয়ে বাপেরা দৌড় য়। এর কত্‌টা সত্যি সে জানে না। কিন্তু তাকে জান্‌তেই হবে। সে কি ফ্যাল্‌না নাকি ? বাপের টাকা নাই, কিন্তু তার রূপ আছে। তবু। আবার তবু-র পরেও একটা কথা আছে। হেদয়ের কথা। কিন্তু আরতির সামনেও নগ্‌দা টাকার থলি।
টাকার থলি আর কানাই। টাকা পেরিয়ে কানাই কি আসবে তার কাছে ? আসতে পারে ? আরতি ছন্দ কাটে। বেতালা হয় সবকিছু। তার মন ভালো থাকে না।
বিয়ে যদি আন্‌ জ্যাগায় করবে তো মোর বুকে উনান জেলে যাও কেন ? অমন করে জলের ওপর ছায়া হও কেন ? অমন করে আম ার দিকে চেয়ে থাকো কেন ? অমন করে বুকের মাঝে বকুলফুল ফুটতে দাও কেন ?
আন্‌মনা আরতি। দূরে চলে যায়। ইচ্ছা করে সাত রাজ্যি পেরিয়ে চলে যাই কিন্তু কোথা যাই ? তার হয়েছে জ্বালা। সেই যে রাধার বিহনে কিষেওর হয়েছিল। মরিলে তুলিয়া রাখো তমালেরই ডালে। আনমনা আরতি স্মৃতিভ্রমণে যায়। মন কেন মনে করে ? মন কেন মনে রাখে ? আরতি কোনকিছুই মনে করতে যায়। সেই যে ঘাট পেরিয়ে মাঠ । মাঠ পেরিয়ে কোথায় কোন অচিনপুর ! যেখানে গা-কাঁটা দেয়া হাওয়া বয়।
গ খুঁজতে খুঁজতে সেদিন সে কানায়ের মুখোমুখি।
সূয্য পচ্ছিমে ঢলতে যাচ্ছে। সাঁঝের কাছাকাছি। মাঠের খাড়া পশ্চিমে আব্‌ছা গাছগুলো সোনা হয়ে গলছে। বাছুরটাকে অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়েছে আরতি। বা হয়তো বাছুর ছেড়ে দিয়ে সারাক্ষণ তার পেছনে দৌড়িয়ে কাছে এসেছিল আরতি। বাড়ির পথ ধরে পোড়া বাগানের বাঁকটা ঘুরতেই সামনে মূর্তিমান কানাই। মুখের আধফালিতেরোদ লেগে আছে আরতির। আরেক ফালিতে তার লজ্জা। এর মধ্যে বাছুরটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। আরতির হাতের মুঠোয় ঘাস। চোখে সূর্যাস্ত। কানায়ের পা দুটো থেমে যায়। অ ারতি কাঁপতে থাকে সবুজ ধানপাতার মত। শীতের ওলটপালট হাওয়ায় ধান পাতার কাঁপুনি দ্রুত বেড়ে যায়। দুলতে থাকে মাটি গ াছপালা। কানায়ের ভেতর খা খা শীতবোধ। প্রবল শক্তিতে ছুটে যায় ঝর্ণার জল। কালবোশেখী। মুঠো মুঠো চিনির গুঁড়োর মত বৃষ্টি। চরাচর যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। অস্পষ্ট দুটি ছায়া এই ম্লান গোধূলির বিস্তীর্ণ পটে যুগলবন্দীর অপেক্ষায় স্থির দাঁড়িয়ে .... এই প্রথম এত কাছে কোন মেয়েকে পায় কানাই। আরতির চুলে এমন রাত। রহস্যময়ী অন্ধকার ছড়িয়ে এ কাকে সে দেখছে ! কানায়ের চে াখে জ্বলে যায়। সে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নেয়। দেখে আরতি। দলা যায়। ছোঁয়া যায়। এমন নরম নদীর বয়ে আনা পলিমাটি যেন... কানায়ের ষাট হাজারী স্বপ্নের দেওয়াল ধসে পড়তে থাকে। তার চাইতে এই বিকেলের যা কিছু সম্পদ--- এই গ, ঘরে ফেরা পাখি --- বক কিম্বা শামখোল, আকাশ, নীচে মখমলের মত ঘাসআর আরতির নরম মখমলের মত মন -- এরা সব ষাট হাজার টাক াকে দূরে তাড়িয়ে দেয়, তীব্র একটা কষ্টবোধ ছড়িয়ে যায় কানায়ের শরীরে, আকাশ মাটি দিগন্ত সব এক, চোখের ওপর ফর্সাটে

একটি মুখ, তার শরীর ঘ্রাণ, চূর্ণ চুলে ছায়া, কাঁধ চিবুক ঘাড় -- একে একে তাকে মুগ্ধ করে, অবাক অবাক সব অনুভবদেশ থেকে সে নেমে আসতে থাকে কাছে, আরতির আরো কাছে.....। নিতান্ত অনভিজ্ঞ দুটো হাত আরতিকে পিষে ফেলতে চায় কিন্তু আরতি এক ঝট্‌কায় সরিয়ে নিয়ে তীব্র সুখে ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে হাসতে হাসতে অদৃশ্য হয়ে যায়, কানায়ের হাতে ধরা থাকে সেই একমুঠো ঘাস.....
আরতি এসব ভোলে কী করে ? ভুলতে পারে কী করে মেলায় হাজার লোকের ভিড়েও তার চোখ খুঁজে বেরিয়েছে কানাইকে, কান াইও খুঁজতে তাকে, এই অন্বেষণের কি কোন মূল্য থাকতে নেই ?
খবরটা রাষ্ট্র হতে বাকি থাকেনি। আরতির বাবা পড়ি মরি করে ছুটেছে কানায়ের বাপের কাছে। বাপ অসহায়। দেখিয়ে দিয়েছে ছেলেকে। ছেলে ধরা দেয় না। পালায়। বাপ পঞ্চায়েতের কাছে যায়। পঞ্চায়েতের নীবাবু আশ্বাস দেন, চিন্তার কিচ্ছু কারণ নেই, হবে। যাবে কোথা।
কানাই তখন খেলছে। খেলতে খেলতে একবার তার সেই গাঢ় রসিকতার কথাটিও মনে পড়ে যায়। আরতির সেই হাতে ঘাস গুঁজে দেয়ার কথা। কেমন একটা পরাজয়ের ভাব জাগে তার মনে। সেকি গ ? তার কি কোনবুদ্ধিসুদ্ধি নেই ? কেমন করে মাছভাজাটি উল্টে খেতে হয়, সে জানে না ? কানাই পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু ষাট হাজারী স্বপ্নের দাম ? সে ব্যাটা ছেলে। তার সবকিছু আছে। কোথাও সে লটঘট করবে না। কানাই জোর করে মন থেকে তাড়ায় আরতিকে। কিন্তু তাকে তাড়ালেও যায় না। তার কণ মুখ মাঠ তার বাঁকা হাসি পুকুরঘাট কতবেলের গাছ জলের মৃদু কাঁপন... কানাই ধন্দে পড়ে। দু-কূল দেখে। কোন কূলে ভিড়ি ?
অবস্থা সামাল দেন নীবাবু। আরতির বাবাকে তিনি বলেছিলেন, হবে হবে সব হবে। কিন্তু তাঁর নিজের মেয়েটির কথাও তাঁকে বাপ হয়ে ভাবতে হয়। মেয়ের যা রূপ গুণ তাকে পার করাও খুব মুশকিল, যদিও টাকা তাঁর আছে।
কানায়ের একই জাত। অনেকদিন থেকেই তাঁর নজর। বাড়ির কাছের জিনিস যাবে আর কোথায় ? কিন্তু দিনকে দিন মার্কেট বেড়ে য াচ্ছে। মাটি দু-ফসলী হতে চাষার ছেলের পায়া এখন মোটা। ক্ষেতমজুর পঁয়ত্রিশ টাকা রেট পেয়ে ধাঁ করে ট্যাঁক থেকে টাকা বার করে দেয়। গঞ্জ বাজার বেড়ে যেতে দোকানপাট ব্যবসাপাতি বাড়তি মুখে।ফিনান্স কোম্পানীর সুদের লোভে কেউ কেউ মোটা টাকা খাটায়। হাত - ভাত লোক সংখ্যায় কমেছে আপাতত ম্যারেজ মার্কেটে দর উঠছে হু হু। এখানেও চলছে ফাট্‌কা। আওয়াজ উঠছে চল্লিশ, ষাট এক লাখ, দু-লাখ....
নী বাবু তাঁর নিজের ছেলের বিয়েতে নিয়েছেন দু-বিঘে ধানী জমি। নগ্‌দা পঞ্চাশ হাজার, বিয়েথে একশো পঁচিশ জন বরযাত্রী ছিল, ব াসী বে-র লুচি জলখাবার খাট বিছানা আর একটি দুগ্ধবতী গাভী। এসব পাঁচকানা হয়নি। কারণ কিছুদিন আগেই ঘটা করে পণপ্রথা বিরোধী একটা মিছিল করেছিলেন তিনি। জেলা কমিটি থেকে লোক এসেছিল। বেয়াইমশাই চতুর লোক। রসিকতা করে বলেছিলেন, আপনি নিজেই হলেন দুগ্ধবতী গাভী, আপনারআবার গাভীর দরকার কী ? যাই হোক ব্যাপারটা গোপনে চুকেবুকে গিয়েছিল, যা ঘরে ঢুকেছে তার খুব কম অংশই বার করতে হবে মেয়ের বিয়েতে। এবার তিনি হিসেব কষতে বসলেন।
কানাইকে তিনি পার্টিতে এনেছেন।
কানাইকে আই. আর. ডি. পি করিয়ে দিয়েছেন। কানাইকে মাদুর শিল্প বরজলোন ঘর ভাঙা খয়রাতি করিয়ে দিয়েছেন।
কানাইয়ের ঘরে চালায় এ্যাসবেসটস এনে দিয়েছেন। সে টাকা এখনো শোধ নেননি। নীবাবু স্থির ভাবে পরিকল্পনাটা ছকে নিলেন। ক ানাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি ব্যাটা ছেলে, তুমার কিসের ভয়। মনে কুনলটঘট রাখবেনি। আরে আলো নিভ্‌লে সব নুরজাহান। টাকা তুমার দরকার।
তবু আরতি হাসে। বেলফুল। কাঁঠালী চাঁপা। জ্যোৎস্না।
আরতি ডাকে। কচিপাতায় শব্দ। পাখির কিচমিচ। কোথাও গান বাজে। বেজে যায়। কানাই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে।
কচিপাতা আমার কী কাজে লাগবে ?
তাহলে খেলি কেন? টেরি কাটি কেন? সঙ্‌ সাজি কেন ? নাচাই কেন ? মেয়েছেলেকে একটু না নাচালে ব্যাটাছেলে মরদ হয় না।
আমি এখন মরদ হতে যাচ্ছি।
দু-দশজন উথাল পাথাল হবে নে ?

নীলাম নালাম
কানায়ের বাড়ির দাওয়ায় আজ সতরঞ্চি বালিশ হাতপাখা কাঁচের প্লেটে পান সিগারেট বিড়ি। কেউ এসেছে আগে।
কেউ পরে।
এতজনের একসঙ্গে উপস্থিতির কারণ মাসের শেষ লগ্ন। এরপরেই চোত মাস পড়ে যাবে। তাই হুড়োহুড়ি নীবাবু পাত্রপক্ষের কথাবার্ত া বলছেন। একসঙ্গেঁ অনেক মানুষের আগমনে কানাই কিঞ্চিৎ ফুলেছে। তবে সিগারেটপান বিড়িতে তার অনেক খরচা হয়ে গেছে। ক ানায়ের বাপ আজ এ সভায় দর্শকমাত্র।

দেখনদার কিছু ছেলে ছোকরারা এদিক ওদিক জটলা পাকিয়ে হাসাহাসি করছে।
কার চোখ চলে গেছে আবার হাজার টাকার বাণ্ডিলে। আমিও একজন ব্যাটা ছেলে। জোয়ান। আমারও দর বাড়ছে।
লোকজন সব চলে যাবার পর ঝাটিতি সিদ্ধান্তে আসতে হয়। কানাই আর বাড়তে চায় না। তাকে দেখে বোঝা য়ায় সে উত্তেজিত। বেশ ভয়ও পেয়েছে।
নীবাবু শেষ হিসেবের জন্য বসেছিলেন। পরপর পাঁচটি প্রস্তাব পেশ হয়েছে। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁর অঙ্ক হচ্ছে এসবের থেকে কানাইকে হটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর কন্যার হাত ধরতে প্রস্তাব করা। কিন্তু তেনারখানিক সংশয়ও দেখা দিয়েছে। শেষ ঘটনাটি বিপজ্জনক টাকার অঙ্ক শুনিয়ে গিয়েছে।
প্রথমজন পারবে না। সাকুল্যে দশ হাজার। ঢেরাকাটা চিহ্।
দ্বিতীয়জন পনেরো। জমি দেবে না। গয়না কিঞ্চিৎ। নাকচ।
তৃতীয়জন মেরে কেটে কুড়ি। ক্যাশ নয়। নাকচ।
চতুর্থজন পানের পিক ফেলে একটি রহস্যময় কথা বলে গেল। সবাই যা বলবে, তার চেয়ে দশ হাজার বেশী। নীবাবুর ভুজোড়া আকাশে উঠলো।
পঞ্চমজন বত্রিশ বলেছে। তার মানে ? বত্রিশ হাজার পাবে কানিয়া---কানাই ? নীবাবু হাল ছেড়ে দিয়েখানিকটা রাগতঃস্বরে বলে গেলেন এ্যাসবেস্টসের টাকাটা সুদসমেত যেন এমাসের মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়। একবার ভাবলেন আরতির বাবাকে টিপে দেবেন। মহিলা সমিতিকে ঢুকতে দেবেন। কিন্তু এখনো ক্ষীণ আশা ছাড়েননি বলে এমন বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে গেলেন না।
আরতি কেমন আছে ?
সারারাত আহত হতে হতে শেষ রাতে আরতির দু-চোখের পাতা এক হয়েছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সেই ঘুম স্থায়ী হোল না। অন্ধকার ভাগ্তে না ভাগ্তেই সে পুকুরঘাটের পাশে কঁতবেল গাছটার কাছে এসে দাঁড়লো। গাছটা তার সুখ দুঃখের সাথী।
টাকার সুখে কানায়ের ভালো ঘুম হবার কথা ছিল সে রাতে। কিন্তু ভোর হতে না হতেই টাকা তাকে তুলে দিল। গা ফুরফুর উত্তেজনা। বত্রিশ হাজারেই শেষ সিদ্ধান্ত। তার দিল হঠাৎ দরিয়া হয়ে যায়। সে গান জুড়ে দেয় --ওয়ে ওয়ে---
ছাংড়া অন্ধকারে মাঠের দিকে যায়। কিন্তু পথেই পড়ে আরতিদের পুকুরঘাট। অভ্যেসে চোখ চলে যায়। একটা ছায়া।
ছায়াটা যেন জলের কাছে দাঁড়িয়ে !
স্থির কালো আরেকটি গভীর ছায়া দেখছে। দেখছে জলের তলায় কেমন শান্ত স্নিগ্ধ বকুলফুল--- ভোরবেলার বকুল যা সে কানাইকে দিয়েছিল, সেগুলি সব ছড়িয়ে পড়ে আছে।
কোথা থেকে যেন দু-একটা পাখি ডেকে ওঠে। পৃথিবীর তাবৎ শব্দ কেন যে ঠিক এই সময় মিষ্টি লাগে আরতির ! কেন লাগে কে জানে ? কানাই আজ চটি ফটাস হাঁটে না। ধীরে পায়ে সে ছায়াকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায় । কিন্তু ছায়া পথ আগলে দাঁড়ায়।
কতো টাকা তুমার চাই ?
কানাই নিত্তর। একটা টিউপাখি কেমন করে ডাকলো।
তুমি টাকায় ব্যা করব না মানুষকে ?
কানাই নিত্তর। খ্যারখ্যারে মোরগ একটা ডেকে ওঠে।
পূজার ফুল একবার দেবতার পায়ে লাগে। ফুল আঁইঠা (এঁটো) হই গেলে তা অন্য দেব্তার পূজায় লাগে?
কানাই যেন জেদের বশে বলে, কে কইচে আমার পায়ের লাগতে ?
থমকে দাঁড়ায় আরতি। নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর। নিজের চোখকে শুধাও।
সরে যায় আরতি। আর কিছুই বলে না।

নির্দিষ্ট দিনে কানাই পরীযান চেপে বিয়ে করতে যায়।
নগদা দশ হাজার গুণে নিয়েছে সে। লোকজন বসে স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে।
পাঁচ হাজার টাকা বিয়ের পিঁড়িতে বসলে। বাকী টকাটা বিয়ের পরে। গয়নাগাঁটি আসবাবপত্র তো আছেই।
নির্দিষ্ট বিয়ের তারিখে পরপর তিন বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হয়।
প্রতিযোগিতায় এভাবে হেরে গিয়ে নীবাবু মেয়ের বিয়ে অন্যপাত্রে ঠিক করেছেন। তবে তার জন্য কুটির শিল্পের হবোহবো লোনটি আর কানায়ের হয়নি। উপরন্তু অফেরৎযোগ্য বোরজ লোনের ব্যাপারে একটি নোটিশ এসেছে কানায়ের নামে।
কানায়ের হবু-শ্বশুরবাড়িতেও বিয়ের তোড়জোড়।
একই দিনে মীনাপুরের রঘু সাউ-এর বাড়িতেও চলে বিয়ের আয়োজন। কিন্তু পাত্তরটি কে তা কেউ জানে না। চারদিকে কথা চালাচা

লি হয়ে গেছে। রঘু সাউ -এর মুখে কানাই নামে একটা উচিংড়ে এমন ঝামা ঘষেছে যে রঘু সাউ কার কাছে মুখ দেখাচ্ছে না। তার বাড়িতে সবাই মুখে কুলুপ এঁটে আছে। তিনগাঁ এত কাছাকাছি যে এ নিয়ে রহস্য দানা বাঁধে। নানান জনে নানান কথা রটায়।
বরযাত্রীসমেত কানায়ের পরীযান কেষ্টপুরে এসে লাগে ঠিক রাত দশটায়। কিছুক্ষণ বাদে কানাই বরাসনে সে হ্যাজাক দেখে। নানান জনের মুখ দেখে। কিন্তু কার মুখ দেখতে গিয়ে সে কার মুখ দেখে। কানাই হ্যাজাকের দিকে তাকায়। আরতি। কানাই মেয়েদের চুড়ির ঝিনঝিন শাঁখার খটখট শব্দ শোনে। আরতি। মুখ ভেসে যায়। শালী শালজ পাড়াতুত খুড়তুতো। জাড়তুতো নানান সাইজের নানান আকারের মুখ ভাসে। ভেসে ভেসে যায়। কানাই ভি ডি ও দেখে। একটাই মুখ স্থির তার চোখের সামনে। আরতি। কানাই বাসন ধোয়ার শব্দ শোনে। আরতি। ক্রমশ সরে যায় আলো।
গা - কেমন করা বিকেল। জল। কলমীলতা। কঁতবেলের গাছ। পুকুর ঘাট। জলে কাঁপন। কানাই তরতর করে ছুটে চলে। কানায়ের বুকে ঢেউ । কানায়ের বুকে কাঁপন। জ্বর হোল নাকি ? কানাই নিজেকে নিজেকে বলে, না, না।
কানাই এই প্রথম নিজের সঙ্গে নিজের দাপটের খেলা ভুলে যায়। হারছে সে। ভেঙে যাচ্ছে। সে ভাঙনের হাত থেকে কোন কিছু বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা আবার ভেঙে। কানায়ের মুখ শুকিয়ে কাঠ।
বিয়ের পিঁড়িতে বসেই সে দাবী করে আরো দশ হাজার টাকা। কথামত। কিন্তু মেয়ের বাবা গলবস্ত্র হয়ে এসে দাঁড়ান আসামীর মত। বরপক্ষের মাতববরদের দিকে চেয়ে হাত জোড় করেন।
টাকাটা আমি এই মূহূর্তে দিতে পারছি না। পনেরোটা দিন আপনাদের কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি। আপনারা বরবধূকে আর্শীবাদ কন। বিয়েটা হই যাক। আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি পনেরো দিন বাদে জামায়ের হাতে টাকা পৌঁছে দেবো।
উঠে পড়ে কানাই। ধারবাকির কারবার নাই। নগদা নগদি। কানাই যেন কার ওপর প্রতিশোধ নিতে সিদ্ধান্ত নেয়। তার খিটখিটে মেজাজ।
বেয়ারারা পরীযানের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। গ্রাম ছাড়িয়ে বরযাত্রীর দল মাঠে বসে শলা পরামর্শ করে নেয়। লগ্ন নষ্ট করা চলবে না। এই লগ্নেই বিয়ে দিতে হবে।
ঠিক এই সময়েই মীনাপুরে রঘু সাউ -এর বিশেষ দূত এসে দাঁড়ায় সামনে। চলো মীনাপুর। রঘু এসে দাঁড়ায় সামনে। চলো মীনাপুর। রঘু সাউ পঁয়তিরিশ -এ রাজী।
ঠাস করে কেউ চড় মারে কানায়ের গালে।
ঠিক এই মুহূর্তে তার মনে হয় সে নীলাম হচ্ছে। রঘু সাউ তাকে কিনে নেবে। গ কিনলে গ হয় বাঁধা চাকর। মানুষ কিনলে মানুষ হয় গর চেয়ে অধম। রঘু সাউ তাকে বদল বানাবে। সে কি বদল ? নাকি মানুষ ?
কানাই খে দাঁড়িয়ে বলে, না। পরীযান বাড়ির দিকে ঘোরাও।
রাত অনেক। কানাই উন্মাদের মত বেয়ারাদের তাড়া লাগায়। আরো জোরে চলো। জল্‌দি শীতের নিশুত রাতে ফাঁকা মাঠ দিয়ে অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা খেলতে খেলতে দলটা এসে দাঁড়ায় গাঁয়ের প্রান্তে।
কানাই চোখ নামায় মাটিতে। মাঠে হা হা করছে জ্যোৎস্না। ফ্যাটফেটে মড়ার মত জ্যোৎস্না। কানাই দেখে সারা মাঠ জুড়ে আঁচল বিছিয়ে আছে একটি মেয়ে। তার মুখ দেখা যায় না। অথচ সে বুঝতে পারে তার ঠোঁটের কোণায় এক চিল্‌তে কণ হাসি ঝুলে আছে। কানাই চোখ নামায় মাটিতে। জল। চোখ ওপরে তোলে। ম্যাড়মেড়ে আকাশ, তারাগুলি জ্বলছে না। ধুঁকছে যেন।
পোড়োবাগানের পাশে আসতেই দেখে সে মেয়ে ঘাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে খিলখিল।
কানাইকে সে ডাকতে ডাকতে নিয়ে যায় পুকুর ঘাটে। কঁতবেলের গাছটা অন্ধকারে গম্ভীর। জল মরণের মত চুপ। সে মেয়ে জলের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে আঁচল। কানাই দেখে জলের অনেক নিচে পড়ে আছে সেই মেয়ে। শুয়ে আছে সে রূপবতী।
কানায়ের চোখের সামনে খাড়া হয়ে উঠে গেছে জলের দেওয়াল।
কানাই দেওয়াল ভিঙোতে যায়।
দেওয়াল